ইনকিলাব

তারিখ ... NOV. ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিএনপি'র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

শর্ত দিয়ে বেসরকারী শিক্ষকদের শতভাগ বেতনের ঘোষণা : বিগত সরকারের দায় বর্তাবে নতুন সরকারের

ইনকিলাব রিপোর্ট

সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনটির দায় চাপানো হয়েছে পরবর্তী সরকারের ওপর। বিগত সংসদ নির্বাচনে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির এ প্রজ্ঞাপনটি গত ৩১ আক্টোবর জারি করা হয়েছে। দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার কথা বলা হয়েছে এ প্রজ্ঞাপনটিতে। প্রতিশ্রুতি বর্ধিত ১০ শতাংশ বেতনের মধ্যে ৫ শতাংশ কার্যকর করে শতাংশ বকেয়া রাখার কথা বলা হয়েছে। যা পরিশোধের [illegible] হয়েছে পরবর্তী সরকার আমলে। সে সাথে জুড়ে দেয়া বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের তীব্র আপত্তিজনক শর্তটি। বেতনের এ প্রজ্ঞাপনে শিক্ষা

৮-এর পৃঃ ১-এর ক[illegible]

বিএনপি'র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করায় এবং সেখানে আপত্তিকর শর্তজুড়ে দেয়ায় চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠনসমূহের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের ঘোষণা কার্যকর করা হবে আগামী অর্থবছরে।

জানা যায়, ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। এ ঘোষণা বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারেও লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত বাজেটের আগে থেকে সরকার সমর্থকসহ সকল শিক্ষক সংগঠন একযোগে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন শুরু করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারী। এক [illegible] ৬০ শতাংশ শিক্ষা [illegible] সংগঠনসমূহ [illegible] সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক জোট সরকারের মেয়াদের মধ্যে শর্তহীনভাবে শতভাগ বেতন প্রদানসহ সকল দাবী বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্য থেকে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ২০০১ সাল থেকে হিসেব করে এরিয়াসহ শতভাগ বেতনের দাবীতে অটল থাকলেও চলতি বছরের জুলাই থেকে শতভাগ বেতন দানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ঘোষণা দেন ড. এম ওসমান ফারুক। কিন্তু বাস্তবে সে ঘোষণাও কার্যকর হয়নি। জুলাইয়ের পরিবর্তে সেপ্টেম্বর থেকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সাথে যুক্ত হয়েছে বাড়তি ৫ শতাংশ। বাকি ৫ শতাংশ বন্ডের মাধ্যমে প্রদানের ঘোষণা বাস্তবায়নের বিষয়টিতে কোন ব্যখ্যা না দিয়েই বিদায়নেয় চারদলীয় জোট সরকার। এর পর হঠাৎ গত ৩১ অক্টোবর এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জোট সরকারের মেয়াদে সুবিধাভুগী একটি সংগঠনের কতিপয় নেতাবাদে এ ধরনের প্রজ্ঞাপনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সকল শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বৃহৎ মোর্চা জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ। তিনি সরাসরি বলেছেন এ প্রজ্ঞাপন দিয়ে বিএনপি জামায়াত জোট সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে চরম প্রতারণা করেছে। তিনি [illegible] কোন [illegible] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [illegible] রাষ্ট্রীয়